



287024 – إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম) আয়াতটির তাফসীর

প্রশ্ন

প্রশ্ন: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম) আল্লাহ তাআলার এই বাণীর তাফসীর কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সাধারণ অর্থে ইসলাম হচ্ছে: সমগ্র বিশ্বে প্রভু আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়া, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং এককভাবে তাঁর ইবাদত (উপাসনা) করা; তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

আর বিশেষ অর্থে ইসলাম হচ্ছে: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ধর্ম। আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা আল-ইমরান: ১৯]

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তার কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোনও গ্রহণযোগ্য ধর্ম নেই।

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, সমর্পণ এবং তাঁর সামনে অবনত হওয়া। আর কেবল তারই ইবাদত করা, তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনা এবং তারা আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে ঈমান আনা। প্রত্যেকে রাসূলের রয়েছে শরীয়ত ও কর্মপদ্ধতি। আল্লাহ এই রাসূলদের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাকে তিনি সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তার পরে তিনি ইসলাম ছাড়া আর কোনও ধর্ম কারও থেকে গ্রহণ করবেন না, যে ইসলাম নিয়ে এসেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারী মুমনিরা সাধারণ অর্থে মুসলিম। তারা তাদের ইসলামের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাদের

কটে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকাল পয়ে থাকেন তাহলে তাঁর অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনোটো কিছু তাদরে থেকে গ্রহণ করা হবে না।

কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: ‘ইসলাম হচ্ছে- এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোনো উপাস্য সত্য নয় আল্লাহ ছাড়া), আল্লাহর কাছ থেকে যা এসছে তার স্বীকৃতি প্রদান করা। এটাই আল্লাহর সেই ধর্ম যা তিনি নিজেকে প্রণয়ন করছেন, যা সহকারে তাঁর রাসূলদেরকে প্রেরণ করছেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যে ধর্মের দশা দিচ্ছেন। তিনি এ ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন না এবং এটি ছাড়া কোনো কিছুর জন্য তিনি প্রতিদিনও দবিনে না।’

আবুল আলিয়া বলেন: ‘ইসলাম হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া এবং কোনো ধরনের শরীক ছাড়া কেবল তার ইবাদত করা।’ [তাফসীরুত ত্বাবারী (৬/২৭৫)]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘আল্লাহর বাণী: ‘আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম’ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞাপন করা যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কারো কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করবেন না। ইসলাম হচ্ছে যুগে যুগে আল্লাহ রাসূলদেরকে যা সহকারে প্রেরণ করছেন তার অনুসরণ করা। এই রাসূলদের সমাপ্তি ঘটছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। আল্লাহ তার কাছে যাওয়ার অন্য সকল পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছেন; কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যম ছাড়া। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করার পরে কটে যদি আল্লাহর সাথে এমন কোনো ধর্ম নিয়ে সাক্ষাৎ করে যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত নয় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তা’আলা বলছেন: “কটে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার কাছ থেকে সটো কখনো গ্রহণ করা হবে না।” আর তিনি এই আয়াতে তার কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্মকে কেবল ইসলামের মাঝে সীমাবদ্ধ করে বলছেন: “আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম”।’ [সমাপ্ত] [তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/২৫)]

ইবনুল জাওয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘আয-যাজ্জাজ বলছেন: (ইসলাম) ধর্ম: এমন একটি নাম আল্লাহ যা কছির মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে তাঁর বন্দগী করতে বলছেন, যা কছির উপর তাদরেকে অটল থাকার নরিদশে প্রদান করছেন এবং যার বনিমিয়ে তিনি তাদরেকে প্রতিদিন দবিনে।

আমাদের শাইখ আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ বলেন: (ইসলাম) ধর্ম হচ্ছে: বান্দা মহান আল্লাহর জন্য যা মনে চলে।

ইবনে কুতাইবা বলেন: ইসলাম হচ্ছে سَلَّمَ এ তথা আনুগত্য ও অনুসরণে প্রবশে করা। অনুরূপভাবে আত্মসমর্পণও। বলা হয়: অমুক ব্যক্তির তমোর নরিদশেরে সামনে নিজেকে সমর্পণ করছে (سَلَّمَ), আত্মসমর্পণ করছে (اسْتَسَلَّمَ) এবং অনুগত

হয়ছে (أَسْلَمَ) [সমাপ্ত] [যাদুল মাসীর (১/২৬৭)]

সাদী রাহমিহুল্লাহ বলনে: “আল্লাহ তা’আলা জানাচ্ছনে যে ‘আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছ’ অর্থাৎ যে ধর্ম ছাড়া আল্লাহর আর কোনো ধর্ম নাই এবং যে ধর্ম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয়: "ইসলাম"। আর ইসলাম হচ্ছ: প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এক আল্লাহর প্রতিনিধি স্বীকার করা এবং তিনি তাঁর প্রেরিত রাসূলদের বচনে যে অনুশাসন জারী করছেন সটোর প্রতিনিধি স্বীকার করা। আল্লাহ তা’আলা বলছেন: “কউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার কাছ থেকে সটো কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখরিতে ক্বতগ্রিস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” সুতরাং কউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করেনি। কারণ সে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের বচনে প্রণীত পথ অনুসরণ করেনি।” [সমাপ্ত] [তাফসীরুস সাদী (পৃ. ৯৬৪)]

ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ বলনে: ‘সাধারণ অর্থে ইসলাম হলো: আল্লাহর দয়া শরয়িত (আইন) অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা; যখন থেকে তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করছেন তখন থেকে কয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তা’আলা বহু আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করছেন। যা প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী সকল শরীয়তও ‘ইসলাম’ তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। আল্লাহ তা’আলা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম (এর দোয়া উদ্ধৃত করে তার) সম্পর্কে বলেন: **رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ** "হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুজনকে আপনার প্রতি মুসলিমি (আত্মসমর্পণকারী) বানিয়ে দনি এবং আমাদের বংশধর থেকেও আপনার প্রতি মুসলিমি (অনুগত) একটি জাতি তৈরি করে দনি।”

অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পর থেকে ইসলামের বিশেষ অর্থ: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সহকারে প্রেরিত হয়েছেন তার সাথে খাস। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসছেন তা পূর্ববর্তী সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করে সে মুসলিমি, আর যে ব্যক্তি তাঁর বরোধিতা করে সে অমুসলিমি। অন্যান্য রাসূলদের অনুসারীরা তাদের রাসূলদের যামানায় মুসলিমি। ইহুদরা মুসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মুসলিমি। খ্রিস্টানরা ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মুসলিমি। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর তারা তাকে অস্বীকার করে; সুতরাং তারা মুসলিমি নয়।

এই ইসলাম ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম, যে ধর্ম এর অনুসারীর জন্য কল্যাণবহু হবে। মহান আল্লাহ বলেন: **إِنَّ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ** "আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছ ইসলাম।" তিনি আরো বলেন: **وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ** "কউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার কাছ থেকে সটো কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং আখরিতে সে ক্বতগ্রিস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

এই ইসলামই হচ্ছ সেই ইসলাম যা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতের প্রতিনিধি অনুগ্রহ করছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম। তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[সমাপ্ত][শারহু সালাসাতলি উসূল (পৃ. ২০)]

শাইখ সালহি আল-ফাওয়ান হাফযিহুল্লাহ বলেন:

"নবীদরে ধর্ম অভিন্; যদওি তাদরে শরীযত (আইন-কানুন) বভিন্। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীন (ধর্ম) বধিবিদ্ধ করছেন যার আদশে দয়িছেলিনে নূহকে, যা আমি তোমার কাছে প্রত্যাশে করছি এবং যার আদশে দয়িছেলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকও এই বলে যে: 'তোমরা দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠা করো এবং এক্ষত্রে বভিদে সৃষ্টি করো না'।"[সূরা শূরা: ১৩]

তনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

"হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল খাদ্যসামগ্রী থেকে আহার করো এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা করো অবশ্যই তা আমি ভালোভাবে অবহতি আছি। আর এটাই আমার ধর্ম, অভিন্ ধর্ম; আর আমি তোমাদের প্রভু। অতএব, আমাকে ভয় করো।"[সূরা মুমিনূন: ৫১-৫২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমরা নবী সম্প্রদায়, আমাদরে দ্বীন (ধর্ম) অভিন্। নবীরা হচ্ছনে একে অন্যরে বমৌত্রে ভাই।"

নবীদরে ধর্ম হচ্ছ ইসলাম ধর্ম। এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ গ্রহণ করবনে না। ইসলাম হচ্ছ: তাওহীদসহ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁর অনুগত থাকা এবং শরিক ও মুশরকিদরে থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

আল্লাহ তা'আলা নূহ প্রসঙ্গে বলেন:

وَأْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর আমাকে মুসলিমদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদশে করা হয়ছে।"[সূরা ইউনুস: ৭২]



আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম প্রসঙ্গে বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“যখন তার রব তাকে বললেন: 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করো' তখন সে বলল: “আমি বিশ্বপ্রভুর প্রতি মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী) হলাম।”[সূরা বাকারা: ১৩১]

আল্লাহ তা'আলা মুসা প্রসঙ্গে বলেন:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ

“আর মুসা বলল: হে আমার সম্ভ্রদায়! তোমাদের যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকে তাহলে তার প্রতি ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলমি (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী) হও।”[সূরা ইউনুস: ৮৪]

আল্লাহ তা'আলা ঈসা প্রসঙ্গে বলেন:

وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“আর স্মরণ করো; যখন আমি হাওয়ারীদরেককে (ঈসার শষ্যদরেককে) নরিদশে দয়িছেলিাম য়ে, তোমরা আমার প্রতিও আমার রাসুলরে প্রতি ঈমান আনো; তখন তারা বলল: ‘আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনিসাক্ষী থাকুন য়ে, নশ্চয় আমরা মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী)।’[সূরা মায়দো: ১১১]

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববোক্ত নবীগণ ও তাওরাত প্রসঙ্গে বলেন:

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

“এর মাধ্যমে নবীরা, যারা ইসলাম গ্রহণ করছে, তারা ইহুদিরে মাঝে বচির করে।[সূরা মায়দো: ৪৪]

আল্লাহ তা'আলা সাবা রাজ্যরে রাণীর কথা উদ্ধৃত করতে গয়িে বলেন:

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“হে আমার প্রভু! (এতদনি ঈমান না এনে) আমি আমার নজিরে প্রতি অন্যায় করছে। আমি সুলাইমানরে সাথে জগতসমূহরে প্রভু আল্লাহর প্রতি মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী) হলাম।”[সূরা নামল: ৪৪]

ইসলাম সকল নবীর ধর্ম। ইসলাম হচ্ছে এক আল্লাহর সামনে নজিকে সঁপে দয়ো। য়ে ব্যক্তআল্লাহর সাথে অন্য কারো



প্রতিনিজিকে সঁপে দিয়ে সবে মুশরকি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নজিকে সঁপে দিয়ে না সবে অহংকারী। মুশরকি ও আল্লাহর ইবাদত করা থেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী ব্যক্তি উভয়ে কাফরে।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হলো কেবল তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর আনুগত্য করা। সটো এভাবে: তিনি যে সময়ে যা করার নরিদশে দিয়েছেন সে সময়ে তা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা। তিনি যখন ইসলামের সূচনালগ্নে বাইতুল মাকদসিরে দকি ফরিয়ে নামায পড়তে বলছিলেন এবং পরবর্তীতে কাবার দকি ফরিয়ে নামায পড়তে বলছেন; তখন প্রত্যকে কাজেরে নরিদশেকালীন সময় সে কাজ করা ছিল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলাম হচ্ছে: আনুগত্য করা। আর এ কাজদ্বয়ই আল্লাহর ইবাদত। বরং কাজেরে কিছু রূপেরে শ্রণীভদে ঘট; যমেন মুসল্লীর নামাযে কবিলার দকি।

অনুরূপভাবে রাসূলদেরে দ্বীন বা ধর্ম অভিন্ন; যদণ্ড শরীয়ত ও কর্মপন্থা, ইবাদতেরে দকি ও ধরন বভিন্ন হয়ে থাকে। এই বভিন্নতা অভিন্ন ধর্ম হওয়ার ক্ষতেরে প্রতবিন্দক নয়। যমেনভাবে একই রাসূলরে শরীয়তে এমন বভিন্নতা থাকতে কোনে বাধা নেই। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে শরীয়ত থেকে এর উদাহরণ পশে করছে: শুরুতে বাইতুল মাকদসিরে দকি ফরো ও পরবর্তীতে কাবার দকি ফরো।

সুতরাং নবীদেরে দ্বীন অভিন্ন; যদণ্ড শরীয়ত বভিন্ন। আল্লাহ কোনে এক সময়ে প্রজ্ঞাবলে কোনে এক নরিদশে দনে। পরে অন্য সময়ে প্রজ্ঞাবলে ভিন্ন কোনে নরিদশে দনে। রহতি হওয়ার আগে রহতিরে উপর আমল করাই আল্লাহর আনুগত্য। আর রহতি হয়ে যাওয়ার পরে রহতিদশেরে উপর আমল করা আবশ্যক। কটে যদরিহতি হয়ে যাওয়া আমলকে আঁকড়ে ধরে এবং রহতিদশেকে প্রত্যাখ্যান করে সে ইসলাম ধর্মেরে উপরে নেই এবং সে কোনে নবীর অনুসারী নয়। এ কারণেই ইহুদ-খ্রিষ্টানরা কাফরে। যহেতে তারা পরবির্ততি ও রহতি শরীয়তকে আঁকড়ে ধরছেন।

আল্লাহ প্রত্যকে জাতরি জন্ম তার পরিস্থিতি ও সময়েরে উপযুক্ত বধিান প্রণয়ন করনে, যা তাদরে সংশোধনেরে জন্ম উপযুক্ত এবং তাদরে জন্ম যাবতীয় কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী। পরবর্তীতে সময়সীমা ফুরিয়ে গেলে আল্লাহ উক্ত শরীয়তেরে মধ্য থেকে যা ইচ্ছা রহতি করনে। অবশেষে তিনি সর্বশেষে নবী মুহাম্মাদকে পৃথিবীর বুকে থাকা সকল মানুষেরে উদ্দেশ্যে কয়ামতেরে দিন প্রযন্ত সময়সীমা দিয়ে প্রেরণ করছেন। তার জন্ম এমন পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত প্রদান করছেন যা সকল যুগ ও স্থানে উপযুক্ত। এই শরীয়ত পরবির্তন হওয়া বা রহতি হওয়ার নয়। পৃথিবীবাসী সবার জন্ম তাঁকে অনুসরণ করা ও তাঁর প্রতীঙ্গিমান আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** "আপনি বলুন: হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদেরে সকলেরে প্রতী আল্লাহর রাসূল।"[সমাপ্ত][আল-ইরশাদ ইলা সহীহলি ই'তক্বাদ (পৃ. ১৯৪)]

দখুন: (172775) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।